হইতে বিরত হইয়া থাকেন। শ্রুতিও বলেন—"কিমর্থা বয়মধ্যেক্ষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে। নানুধ্যায়েদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥" কি প্রয়োজনে আমরা অধ্যয়ন করিব অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়া কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? কি উদ্দেশ্যেই বা আমরা যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিব? বহুগ্রন্থ অনুশীলন করিবে না, অধ্যয়ন কেবল বাক্যের গ্লানিদায়ক। হে পূজ্যতম! তোমার চরণে প্রণাম; তোমার স্তুতি, তোমার পরিচর্য্যা, তোমার লীলা স্মরণ, তোমার কথা শ্রবণ, তোমার এই ষড়ঙ্গভক্তি বিনা কোন্ উপায়ে মানব পরমহংসগণের একমাত্র প্রাপ্য তোমাতে প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে? অতএব হে নাথ! আমাকে তোমার ভক্তগণের সেবাদানের দ্বারা কৃতার্থ কর। এই দুই প্রকার ভজনমার্গেই ভজনশিক্ষার গুরু পূর্ব্বাশ্রিত শ্রবণগুরুই হইয়া থাকেন। যেহেতু সেই শ্রবণগুরুর নিকটেই ভজনবিধির শিক্ষা করিবে—এইরূপ উক্তি "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ" ১১।৩ অধ্যায়ে দেখা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রবণগুরু যদ্যপি বহু হইতে পারে, তথাপি সেই শ্রবণগুরুর মধ্যে নিজ অভিমত একজনকে ভজনশিক্ষার গুরুরূপে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত কারণেই ভজনশিক্ষাগুরু এবং শ্রীমন্ত্রগুরু একজনই হইয়া থাকেন। যেহেতু বহু মন্ত্রগুরু আশ্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। এই পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় সকলের প্রমাণ দেখান হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অনন্তভগবদাবির্ভাবের মধ্যে কোনও এক আবির্ভাববিশেষের প্রতি রুচির কথা "মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" নিজ অভিমত কোনও ভগবন্মূর্ত্তিবিশেষের দ্বারা মহাপুরুষকে অর্চ্চন করিবে। ১১।৫

ভজনবিশেষে রুচির কথা শ্রীভগবান নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—বৈদিক, তান্ত্রিক ও উভয়মিশ্রভেদে আমার যজ্ঞ বা উপাসনা তিন প্রকার। এই তিনের মধ্যে ভক্তিসাধক ভক্তের যে ভজনপদ্ধতি যাঁহার অভিপ্রেত হইবে, তিনি সেই ভজনপদ্ধতি অনুসারে আমাকে উপাসনা করিবেন॥ ২০২॥

অতএব শ্রবণগুরুর লক্ষণ বলিতেছেন—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

যে জন শব্দব্রহ্ম বেদের তাৎপর্য্যবিচারে অনুরূপ নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ও ব্যাখ্যা-যুক্তিতে সুনিপুণ, অথচ সর্ব্বপ্রকার অপেক্ষাশূন্য, তাঁহাকে সম্বন্ধ সাধ্য সাধনতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রবণগুরুরূপে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। যেমন পুরঞ্জন উপাখ্যানের উপসংহারে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—সেই আত্মাই প্রিয়তম, যে আত্মজ্ঞান হইতে কোনও প্রকার কিছুমাত্র ভয় থাকে না।